بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আন নাফির বুলেটিন – ১১

পরিবেশনায় 

জুমাদাল আখিরাহ | ১৪৩৮ হিজরী

# কোন প্রকার আলোচনা ছাড়াই আমেরিকানদের হত্যা করুন!

আমেরিকা এবং তার অভিশপ্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনেক ঘৃন্য আপরাধের মধ্যে এক বীভৎস অপরাধের মধ্যে আমরা রাত পার করে দিলাম । (ইয়েমেনের) কিফার বিরোচিত এবং শহীদত্ত আত্বাদের মাতৃগর্ভেই হত্যা করা ঘুমন্ত শিশুদের রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি; আরেকটি কিফা আধ্যায়ের মঞ্চায়ন হল শামের বরকতময় আন্দোলনের ৭ম বিছর পূর্তির রাতে আলোপ্পোর অদূরে আল-জায়নাহতে ।

সেখানে ক্রুসেডার আমেরিকা আমাদের উপর জুলিমের এক নতুন ট্রেজেডি তৈরি করেছে; আমাদের উমার (রাঃ) এর মসজিদে শামের রিবাত এবং জিহাদের প্রায় তিন শত মুসুল্লির উপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে যাদের অনেকে নিহত হয়েছে এবং কেও আহত হয়েছে। ক্রুশের বাহক, আমেরিকা,তাদের পূর্ব-পশ্চিমের সকল মিত্র এবং আরব ও দুরপ্রাচ্যের সকল মুরতাদ এজেন্টদের পক্ষ থেকে এটা এক স্পস্ট ও সহজবোধ্য বার্তা যে,

“হে মুসলিম! তোমরা অবশ্যই লাঞ্ছনার জীবন যাপন করবে; আমরা তোমাদের যত সম্পদ আছে সব কিছুর উপর লূটপাট চালাবো; বিনিময়ে যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করবো এবং তোমাদের পবিত্র স্থাপনাগুলো ধ্বংস ও অপবিত্র করবো।

আর যদি তা করতে দাও তাহলে তোমাদের সন্তানদের আমরা ভুমিস্ট হবার পূর্বেই হত্যা করব; তোমাদের মিহরাবে থাকা শাইখদের অপর আমরা আঘাত হানবো; তোমাদের আলেমদের আমরা কারাগারে রেখে তাদের অপর নির্যাতন চালাবো এবং পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় যুদ্ধরত মুজাহিদিনদের আমরা হত্যা করবো।”

আমাদের পক্ষ থেকে আমেরিকা এবং মিত্রদের তাই বলব যা মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন লাদিন (রঃ) বলেছিলেন-

“সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, ‘না আমেরিকা , না আমেরিকায় বসবাসকারী কোন বাসিন্দা নিরাপদের থাকার স্বপ্ন ও দেখবে না যতদিন না ফিলিস্তিনের বাসিন্দারা তা দেখতে পারে এবং যতদিন না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভুমি থেকে সকল কুফফার বাহিনীকে বিতাড়িত করতে পারি।”

আমরা ইসলামে থাকা সাধারন মুসলিম বিশেষত যুবকদের প্রতি আরও বলতে চাই যা আমাদের শহীদ শাইখ উসামা (রঃ) তাদের উদ্দেশ্য বলেছিলেন-

“আমাদের নবী (সা) যুবক ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) বলেছিলেন-

“হে যুবক আমি তোমাকে কিছু জিনিস শিক্ষা দিচ্ছি,

আল্লাহ্‌কে সুরক্ষির রাখো তাহলে তিনি তোমাকে সুরক্ষা দিবেন; তাকে নিরাপত্তা দাও তাহলে তুমি সবসময় তোমার বিপদে তাকে সামনে পাবে। তুমি যদি কাউকে ডাক তাহলে আল্লাহ্‌কে ডাক; এবং যদি তুমি কারোও সাহায্য কামনা কর তাহলে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা কর। এবং জেনে রাখো সমস্ত উম্মহত যদি একত্রিত হয় তোমাকে সাহায্য করার জন্য তাহলে তারা ততটুকুই সাহায্য করতে পারবে যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারন করে রেখেছেন। আর সমস্ত উম্মত যদি তোমার ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা ততটুকুই করতে পারবে যা ইতিমধ্যে আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছে। কলম উঠিয়ে নেয়ে হয়েছে, কালি শুকিয়ে গেছে।””

আলজাইনাহ

আলকিফাহ